

বৃত্তির টাকা দিন

আমরা ১৯৭৮ সনে কলেজ অব এডুকেশন হইতে বি.এ ইন এডুকেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং একই বৎসরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. ই. আর বিভাগে এম. এড কার্যক্রমে ভর্তি হই এবং ১৯৭৯ সনের মে মাসে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি।

বর্তমান বৎসরে ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষা বৎসরে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি আরম্ভ হইলে আমরা যথারীতি ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করতঃ ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হইয়া ভর্তি হই এবং মেধাভিত্তিক সরকারী গ্রেডে বৃত্তি লাভ করি। নিধারিত তারিখে বৃত্তির টাকা উঠাইতে গিয়া জানিতে পারিলাম একই শিক্ষা বৎসরের অধীনে এম. এড শেষ করিবার ফলে এবং এম. এডে ভর্তি হওয়ার জন্য বৃত্তি স্থগিত রাখা হইয়াছে। আমরা বিভিন্ন আয়গার দরখাস্ত করিয়াও অসুবিধি বৃত্তির টাকার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না।

অর্থাৎ যে, গত বৎসর একই ভাবে একই শিক্ষা বৎসরে এম. এড এবং এম. এ ক্লাসে ভর্তি হওয়ার জন্য বৃত্তির টাকা স্থগিত রাখা হইলে অনেক দেনদরবারের পর শিক্ষার্থীরা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং আইনানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাদের বৃত্তির টাকা দানের নির্দেশ দেন।

যেহেতু এ বৎসর ভর্তির সময় আমাদের কোনরূপ প্রতি-বন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই এবং বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করিলে আমাদের নামে বৃত্তি মঞ্জুর হয়, তদুপরি গত বৎসর একই শিক্ষা বৎসরে এম. এ. এবং এম. এড কার্যক্রম পড়িবার পরও তাহাদের বৃত্তি দিতে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেইহেতু বর্তমান বৎসরে অনুরূপ কারণে বৃত্তির টাকা স্থগিত রাখিবার পিছনে কোনরূপ যুক্তি পরিলক্ষিত হইতেছে না।

এতএব, দয়া করিয়া আমা-দের বৃত্তি সংক্রান্ত বিষয় পুরাপুরি অবগত হইয়া অতিসর্বর স্থগিত বৃত্তির টাকা প্রদানের জন্য নির্দেশ দানে আমাদের আর্থিক সঙ্ক-লতার সহায়তা করুন।

—মোঃ নিয়াজউদ্দিন মিল্লা,

এম. এ. ইংরেজী।